প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ

(২৮ জুলাই ১৯১৪ — ১১ নভেম্বর ১৯১৮)

বিবদমান পক্ষ

মিত্র শক্তি

সার্বিয়া

রাশিয়া

ব্রিটেন

ফ্রান্স

জাপান

ইতালি

যুক্তরাষ্ট্র

বিবদমান পক্ষ

কেন্দ্রীয় শক্তি

অস্ট্রিয়া

জার্মানি

হাঙ্গেরি

বুলগেরিয়া

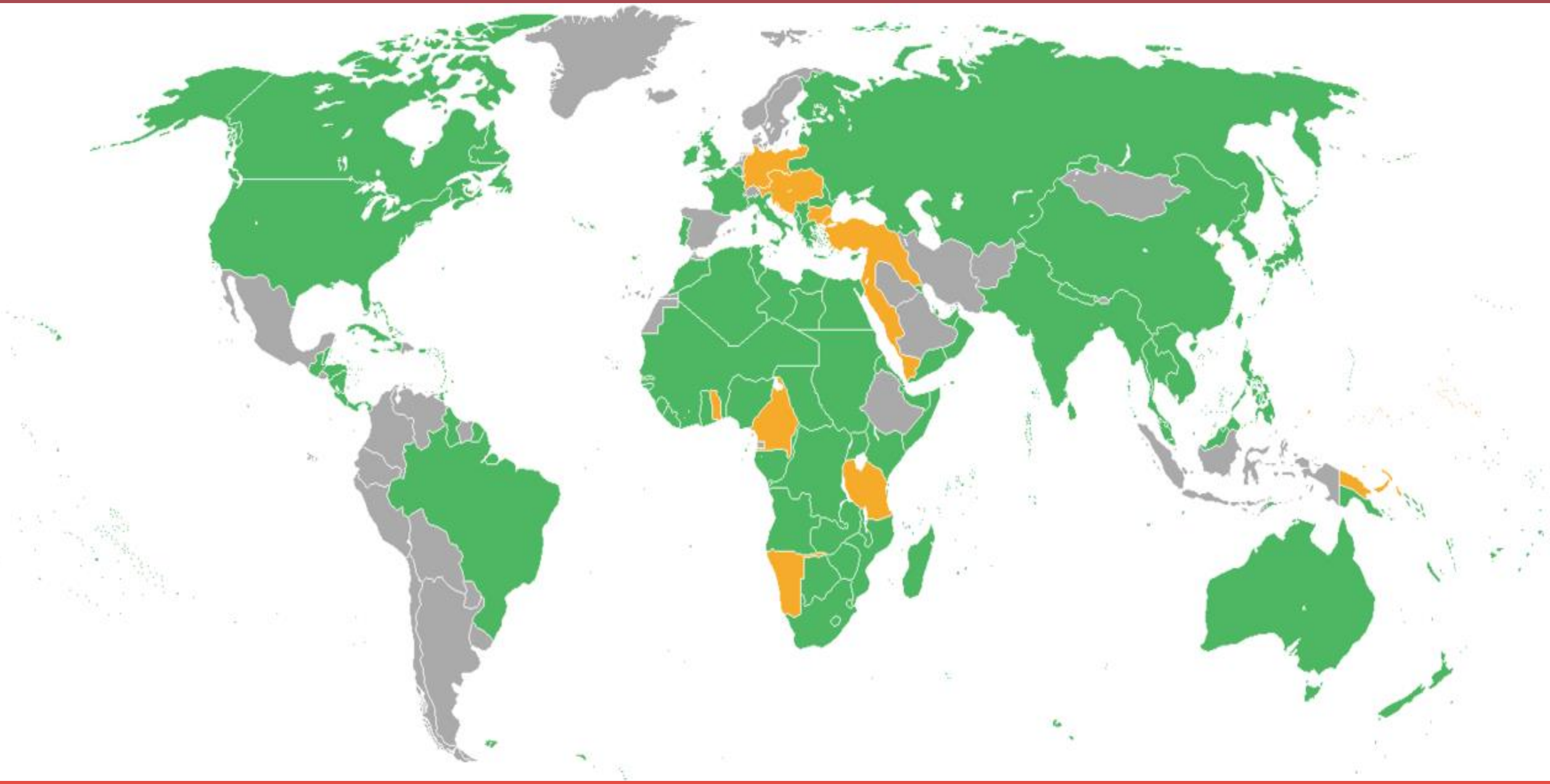

নেতৃবৃন্দঃ

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী

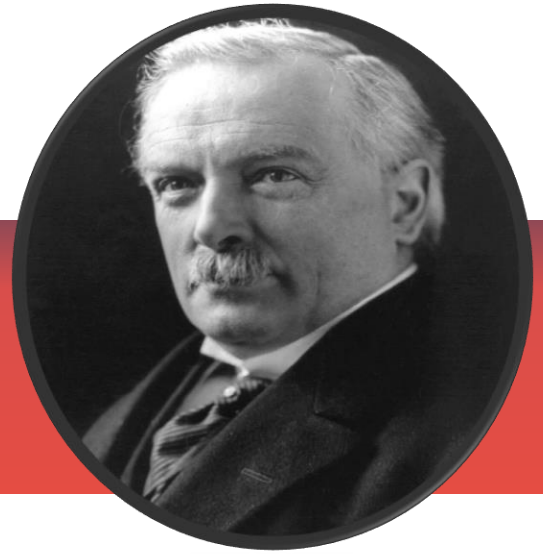

ডেভিড লয়েড জর্জ

হেনরি এসকুইথ

মার্কিন প্রেসিডেন্টঃ

উড্রো উইলসন

জার্মান সম্রাটঃ

দ্বিতীয় উইলিয়াম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণঃ

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। হত্যাকারী ছিলেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় নাগরিক, কিন্তু জাতিতে ‘বসনীয় সার্ব’। সে সময় বসনিয়া ছিলো সাম্রাজ্যটির অংশ।

গাভরিলো প্রিন্সিপ নামের ছাত্রটি ছিলেন 'তরুণ বসনিয়া' দলের সদস্য, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি শাসন থেকে মুক্তি যাদের লক্ষ্য। ঘটনাটি ঘটে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্য সার্বিয়াকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানায়। কিন্তু সার্বিয়া বিষয়টি গ্রাহ্য করেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ

সে যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছিলো গোপনীয়তায় ভরা ও জটিল । ফ্রান্সের ঐতিহাসিক শত্রুতার কারণে ব্রিটেন প্রথমদিকে জার্মানির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো। কিন্তু জার্মানি ব্রিটেনের সাথে নৌ-প্রযুক্তিতে পাল্লা দিতে শুরু করায় সম্পর্কটি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে।

ফ্র্যাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর থেকে জার্মান ও ফরাসিদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ফরাসিরা তাই রাশিয়ার সাথে মৈত্রী করে। অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য রাশিয়াকে হুমকি হিসেবে দেখতো, তাই তারা জার্মানির সাথে মৈত্রী চুক্তি করে।

সার্বিয়ার উত্থানের সাথে সাথে স্লাভ জাতীয়তাবাদ জোরদার হয়ে ওঠে। সুযোগ পেয়ে এবার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়াকে কোণঠাসা করে ফেলে। সার্বিয়ার মিত্র রাশিয়া, সে জোরে সার্বিয়া অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরি এর হুমকি অগ্রাহ্য করবার সাহস দেখায় ও সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

২৮ জুলাই ১৯১৪ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরদিন রাশিয়া সৈন্য সমাবেশের মাধ্যমে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে জার্মানিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এদিকে সার্বিয়ার সমর্থনে ফ্রান্স সৈন্য সমাবেশ শুরু করে।

ব্রিটেনের চোখে রাশিয়া এবং ফ্রান্সের তুলনায় একটি নতুন ও শক্তিশালী জার্মানি ছিল বড় হুমকি তাই তারা পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী ও নিজেদের ক্ষমতার সুরক্ষিত করার জন্যই জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ব্রিটেনের মত পরাশক্তির আগমন জার্মানির জন্য ব্যাপক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাঝেই রাশিয়া পরাজিত হয়ে যুদ্ধত্যাগ করে। ব্যাপক সৈন্য ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি ও কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডায় সম্রাটের পতন ও রাশান পরাজয় নিশ্চিত করে।

ইতোমধ্যেই ৩ বছর ধরে চলা যুদ্ধে এবং শীতকালে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতির শিকার জার্মান সেনাবাহিনী অদূরদর্শীতার পরিচয় দেয় আমেরিকান জাহাজে আক্রমণ করে।

জার্মান নৌ-বাহিনীর আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে ডেকে আনে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে চুড়ান্ত জার্মান পরাজয় নিশ্চিত হয়।

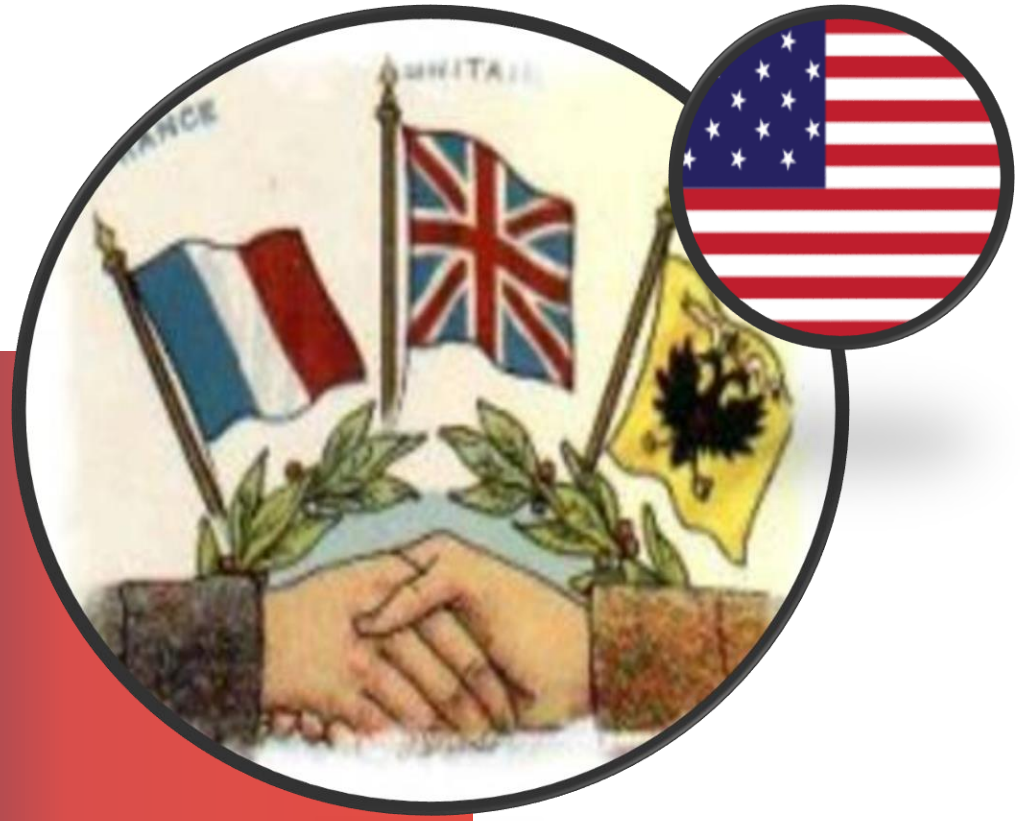

এছাড়া শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে নব্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা জার্মানির উত্থান ফ্রান্স, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের জন্য নিশ্চিত হুমকি ছিল এবং এটা ঠেকানোর জন্যই ফ্রান্স-রাশিয়া-ব্রিটেন এবং সবশেষে যুক্তরাষ্ট্র একজোট হয়।

এবং ৪ বছর ধরে চলা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি নিশ্চিতের পর হাবসবুর্গ (অস্ট্রিয়ান) অটোমান (তুর্কিশ) এবং রোমানভ (রাশিয়ান) সাম্রাজ্যের মত তিন শতাব্দী প্রাচীন, একসময়ের প্রবল আধিপত্য বিস্তারকারী সাম্রাজ্যের পতন হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে।

এবং নিজেদের আড়াল করার নীতি থেকে সরে এসে যুদ্ধের শেষ দিকে যোগ দিয়েই মুল নায়কের আসনে বসে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবং প্রেসিডেন্ট উইলসনের নেতৃত্ব শুরু হয় দুনিয়ায় নতুন ধরনের রাজনীতি।

ফলাফল

মিত্র শক্তির বিজয়

ফলাফল

ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles):

২৮ জুন, ১৯১৯ ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে জার্মানি এবং মিত্রশক্তির মধ্যে 'ভার্সাই চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি জার্মানদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য তাদেরকেই দায়ি করার পাশাপাশি বিপুল অর্থ জরিমানা করা হয়। সামরিক শক্তি সংকোচন করা হয়। জার্মান সাম্রাজ্যের সীমানা কমিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

(১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ — ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)

যুদ্ধের দুই পক্ষ

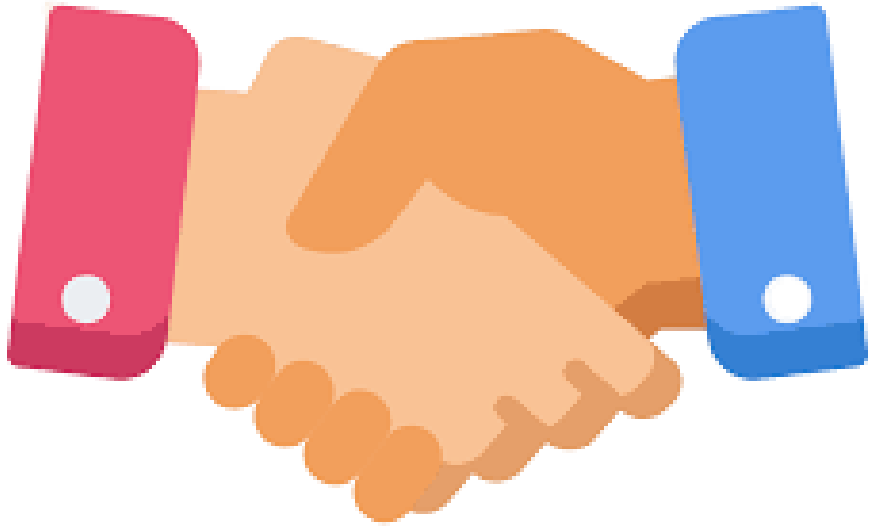

মিত্র শক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি বলতে সেসব দেশকে নির্দেশ করা হয়, যারা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। মিত্রশক্তির দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষভাবে অক্ষশক্তির আগ্রাসনের কারণে অথবা অক্ষশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে এমন ভয়ের কারণে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র শক্তি

ব্রিটেন

ফ্রান্স

যুক্তরাষ্ট্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন

চীন

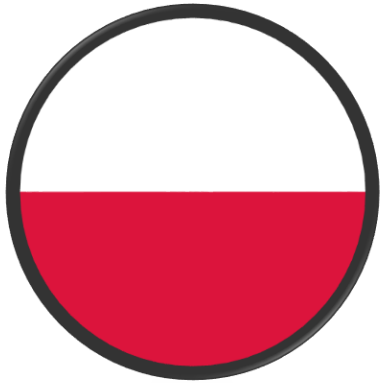

পোল্যান্ড

বেলজিয়াম

অক্ষ শক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি বলতে সেসব দেশকে নির্দেশ করা হয়, যারা মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষ শক্তি

ইতালি

জার্মানি

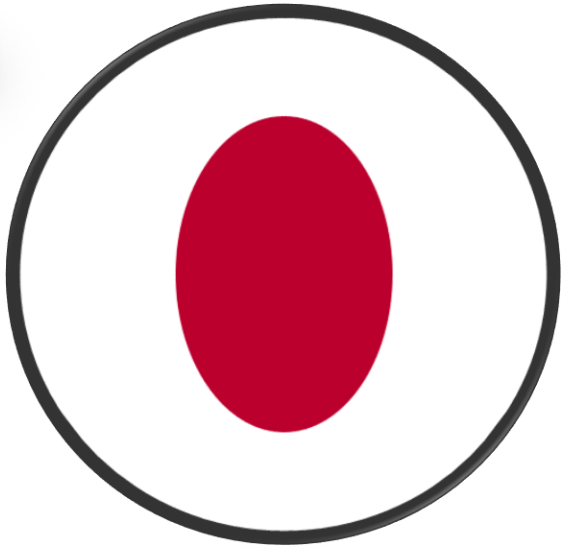

জাপান

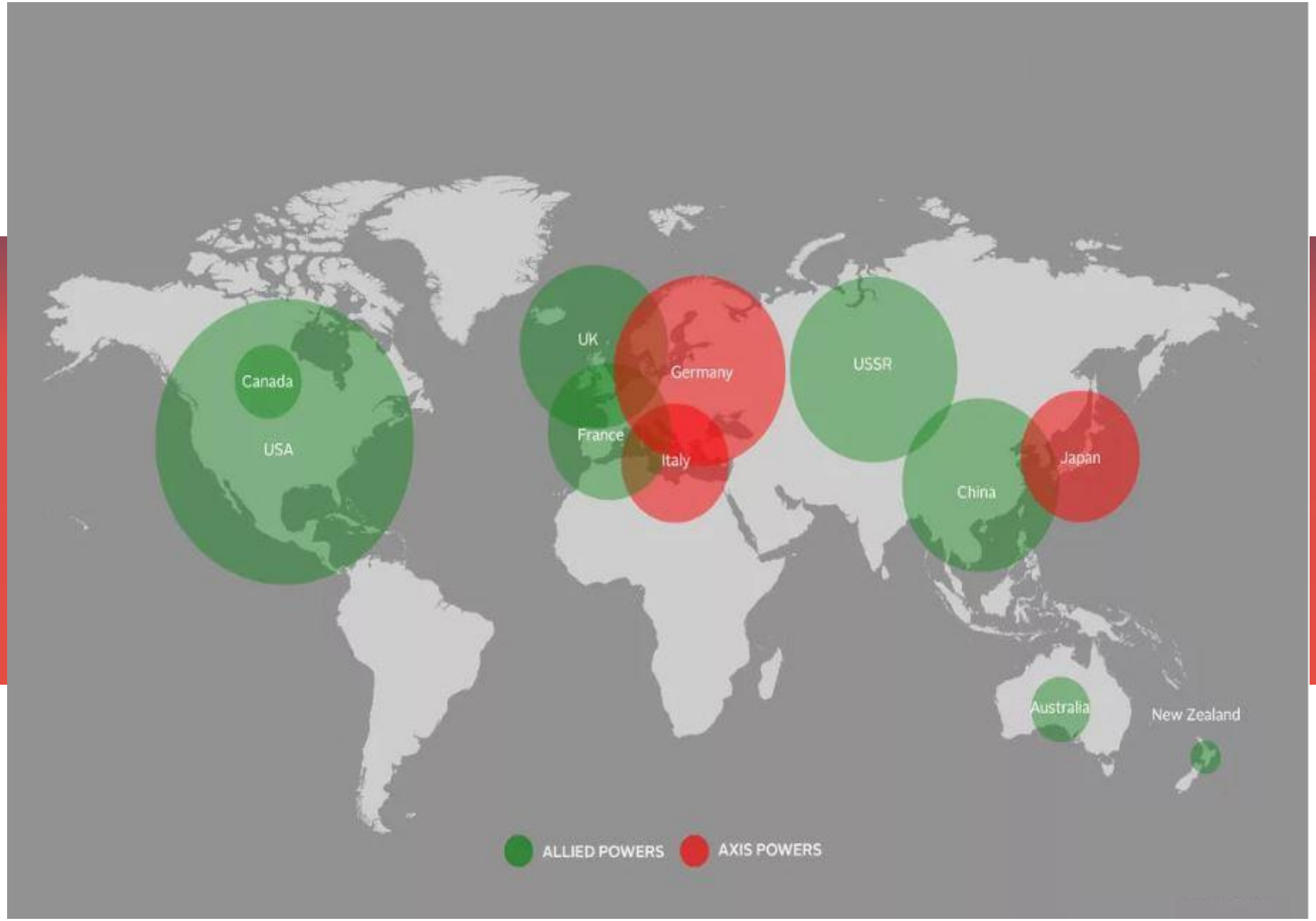
Canada
USA
UK
France
Germany
Italy
USSR
China
Japan
Australia
New Zealand
ALLIED POWERS
AXIS POWERS

জার্মানি যে কারণে যুদ্ধ চেয়েছিল

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সব দোষ দেয়া হয়েছিল জার্মানিকে। জার্মানিকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা হয়।
- জার্মানির অনেক অংশ মিত্র শক্তি দখল করে নেয়। ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বেলজিয়াম সহ অনেক রাষ্ট্রই জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে নেয়।
- জার্মানিকে বিপুল অংকের জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এই জরিমানা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে তাদেরকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আরো শর্ত দেয়া হল যে,

- সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ১ লাখ আর নৌবাহিনী ১৫,০০০ রাখা যাবে, বিমানবাহিনী থাকতে পারবে না।
- কোন ধরনের অস্ত্র আমদানি রপ্তানি করা যাবে না। অস্ত্রের সংখ্যাও সীমিত করে দেয়া হয়েছিল।

জার্মানিকে এক রকম বাধ্য করা হয়েছিল আত্মঘাতী চুক্তিতে সই করতে। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন, স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি যা ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles) নামে পরিচিত। যার নাম দেয়া হল Treaty of Peace. কিন্তু এটি পরবর্তীতে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির জন্ম দেয়।

ইতালি যে কারণে অক্ষশক্তিতে যোগ দিয়েছিল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন অঞ্চল ভাগাভাগি করার পরে ইতালি মনে করে তাদেরকে ঠকানো হয়েছে। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা জয়ী দলে থাকলেও তাদের মনে ক্ষোভ তৈরি হতে থাকে।

জাপান যে কারণে অক্ষশক্তিতে যোগ দিয়েছিল

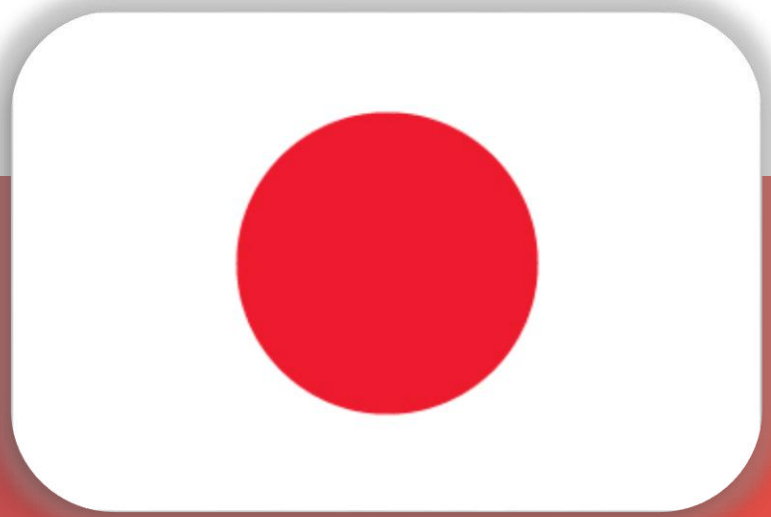

- মাঞ্চুরিয়া, চীনে জাপানের আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব রোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছিল।

- তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব। প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কমিয়ে জাপানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির নেতা

উইনস্টোন চার্চিল
(যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী)

হ্যারি এস ট্রুম্যান
(মার্কিন প্রেসিডেন্ট)

জোসেফ স্ট্যালিন
(সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট)

ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট
(মার্কিন প্রেসিডেন্ট)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষ শক্তির নেতা

বেনিতো মুসেলিনি
(ইতালির প্রেসিডেন্ট)

এডলফ হিটলার
(জার্মান চ্যান্সেলর)

হিরোহিতো
(জাপানের সম্রাট)

যুদ্ধের সূত্রপাতঃ

সেপ্টেম্বর ০১, ১৯৩৯ – জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এর সূচনা হয়।

১৯৪০ (১০ জুন) সালে অক্ষশক্তি (ইতালিয়ান ও জার্মান বাহিনী) ব্রিটিশ অধিভুক্ত উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে। এ অভিযানে জার্মান ও ইতালির সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন জার্মান ফিল্ড মার্শাল এর্ভিন ইয়োহানেস অয়গেন রমেল।

ডিসেম্বর ০৭, ১৯৪১ – জাপান যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও রাজ্যের হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবার (Pearl Harbor) আক্রমণ করে। যা আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ।

জুন ০৬, ১৯৪৪ – ইউরোপের মূল ভূখণ্ড জার্মান দখলমুক্ত করার জন্য মিত্রবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সেনা ফ্রান্সের নরমান্ডিতে অবতরণ করে। এই দিনটি D-Day হিসেবে পালিত হয়। অভিযানটির নাম ছিল ‘অপারেশন ওভারলর্ড’।

মে ০৭, ১৯৪৫ –

এদিন জার্মানি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই দিনটিকে VE Day or Victory in Europe day বলা হয়।

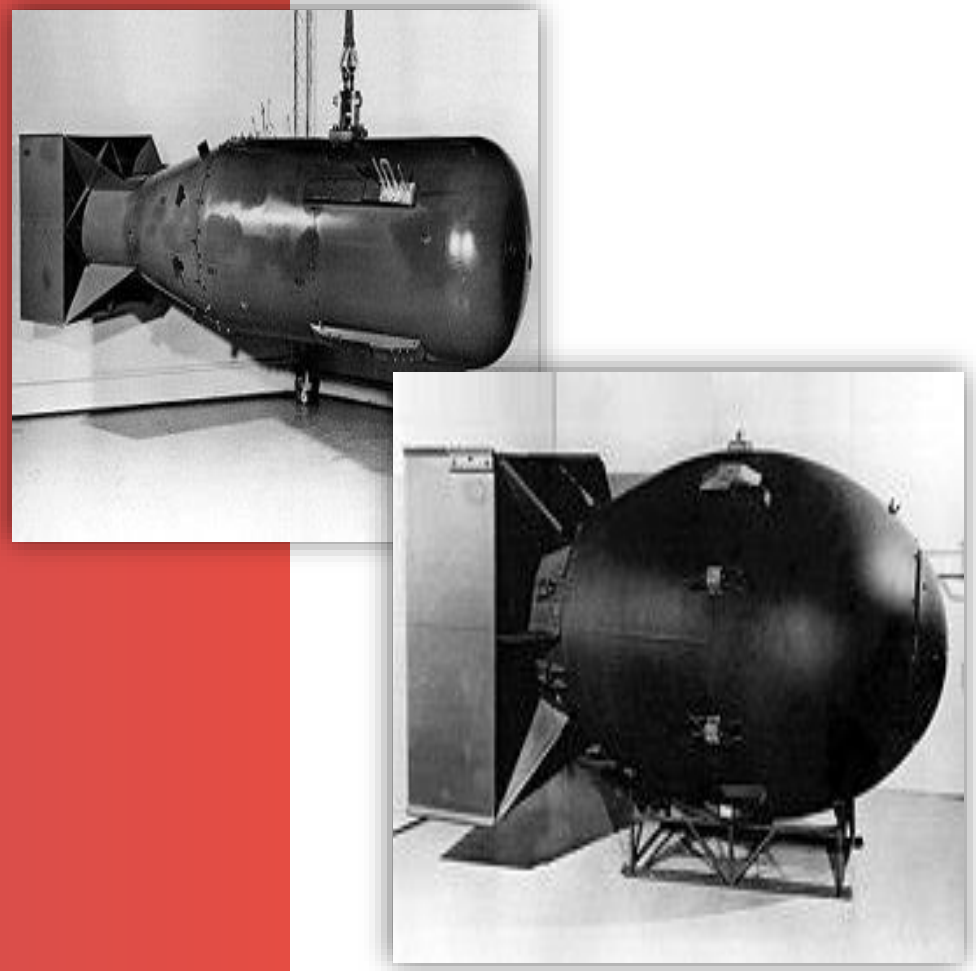

আগস্ট ১৯৪৫ –

পার্ল হারবারে আক্রমণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমেরিকা আগস্টের ৬ তারিখে জাপানের হিরোশিমায় ‘লিটল বয়’ ও ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে ‘ফ্যাট ম্যান’ নামক দুইটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে।

পরমাণু বোমা নিক্ষেপের নির্দেশদাতা ছিলেন, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান

- আগস্ট ১৫, ১৯৪৫ – এদিন জাপান আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা দেয়।
- সেপ্টেম্বর ০২, ১৯৪৫ – জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে (স্বাক্ষর করে) নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফলাফলঃ

মিত্রশক্তির বিজয়

Nuremberg Trials, ১৯৪৫-৪৬ সালে জার্মানির নুরেমবার্গে অনুষ্ঠিত হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার নাম। ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইবুনাল নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে এবং তাদের বিচার করে।

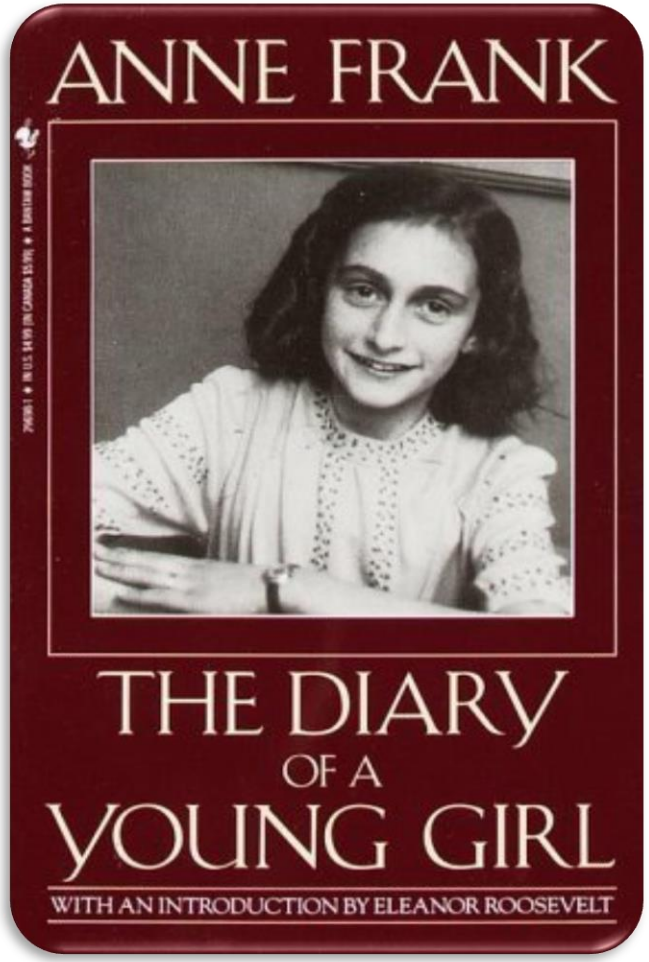

The Diary of a Young Girl অ্যানা ফ্রাঙ্ক রচিত ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। জার্মান নাৎসি বাহিনী নেদারল্যান্ড অভিযানের সময় লেখিকা ও তার পরিবার নেদারল্যান্ডের একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। বইটিতে অ্যানা ফ্রাংক তার ঐ সকল দিনলিপির বর্ণনা দিয়েছেন।

স্ট্যাচু অব পিস :

পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণে জাপানের নাগাসাকিতে ‘শান্তি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

এই পার্কে স্থাপিত হয়েছ স্ট্যাচু অব পিস (Statue of Peace)।

কর্নারস্টোন অব পিস :

ওকিনাওয়ার যুদ্ধ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) এর নিহতদের স্মরণে জাপানের ওকিনাওয়ায় Cornerstone of Peace (কর্নার স্টোন অব পিস) পার্ক স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধ ও সংঘর্ষ

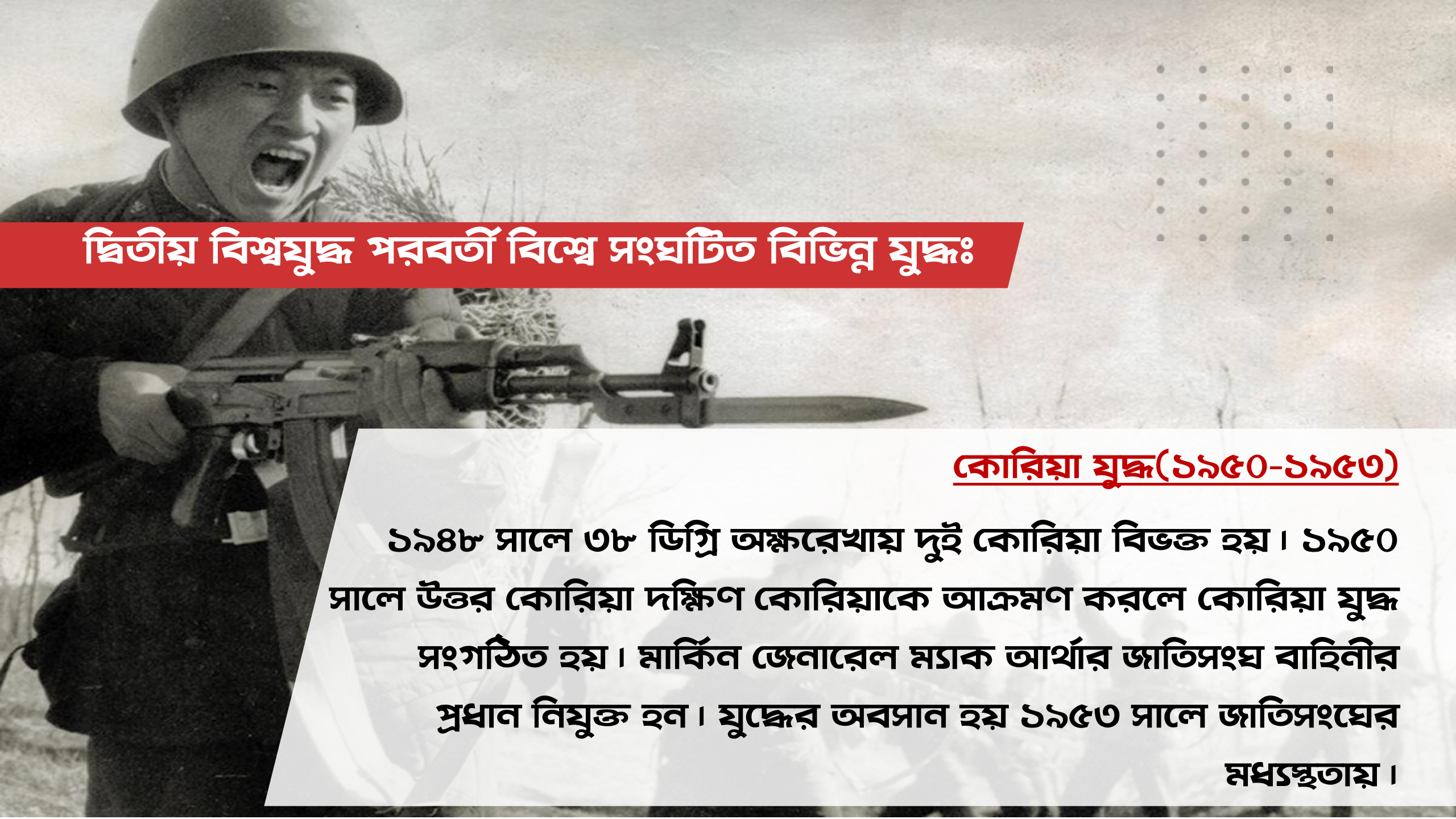

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধঃ

কোরিয়া যুদ্ধ(১৯৫০-১৯৫৩)

১৯৪৮ সালে ৩৮ ডিগ্রি অক্ষরেখায় দুই কোরিয়া বিভক্ত হয়। ১৯৫০ সালে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করলে কোরিয়া যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থার জাতিসংঘ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। যুদ্ধের অবসান হয় ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ(১৯৫৬-১৯৭৫)বিজয়ী-উত্তর ভিয়েতনামঃ

১৯৫৪ সালে ১৭ ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েতনাম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে। ১৯৫৬ সালে মার্কিন সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনামের সাথে এ যুদ্ধে জড়িয়ে পরে।

২০ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধে ৫৮,০০০ মার্কিন সেনা নিহত হয়। এ
মার্কিন উদ্দেশ্য ছিল চীন-রাশিয়ার সমাজতান্ত্রীক প্রভাবের
থেকে এর আশে পাশের দেশগুলোকে মুক্ত র

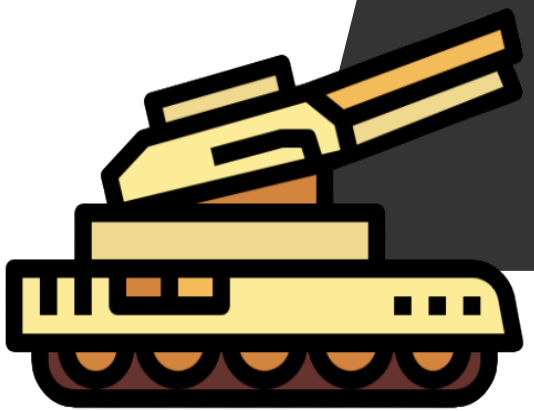

১৯৭৩ সালে প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান ঘটানোর চেষ্ঠা করা হলেও ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতনের মাধ্যমে এ যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসান হয়। পরবর্তিতে দুই অংশ মিলিত হয়ে বর্তমান একক ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাক-ভারত যুদ্ধ(১৯৪৭,১৯৬৫,১৯৭১,১৯৯৯)

১৯৬৫ সালের কাশ্মীরকেন্দ্রিক পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান হয় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে

- দুই দেশের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধঃ বিজয়ী ইসরাইল

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটীত হয় ৪ বার। ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩

প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পরবর্তিকালে ইসরাইল রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা পায়

তৃতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এর ব্যাপ্তিকাল ৬ দিন। এ যুদ্ধে ইসরাইল দখল করে গাজা, সিনাই উপদ্বীপ(মিশর থেকে), গোলান মালভূমি(সিরিয়া থেকে) ও জর্ডানের পশ্চিম তীর

ইসরাইল সিরিয়ার অভ্যন্তরে গোলান মাল্‌ভূমি দখল করে ১৯৭৩ সালে।

১৯৭৩ সালে মধ্য প্রাচ্য তেল অস্ত্র প্রয়োগ করে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধঃ ফলাফলঃ যুদ্ধবিরতি

ইরাক-ইরান যুদ্ধ সংঘটিত হয় শাত-ইল-আরব জলধারাকে কেন্দ্র করে

১৯৮০ থেকে শুরু হওয়া এ যুদ্ধের অবসান ঘটে
১৯৮৮ সালে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে
শাত-ইল-আরব বর্তমানে ইরানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে

ফকল্যান্ড যুদ্ধ(১৯৮২)

বিজয়ী-ব্রিটেনঃ

সময়কালঃ এপ্রিল-জুন ১৯৮২

ফকল্যান্ড দ্বীপকে কেন্দ্র করে আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেন এর মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

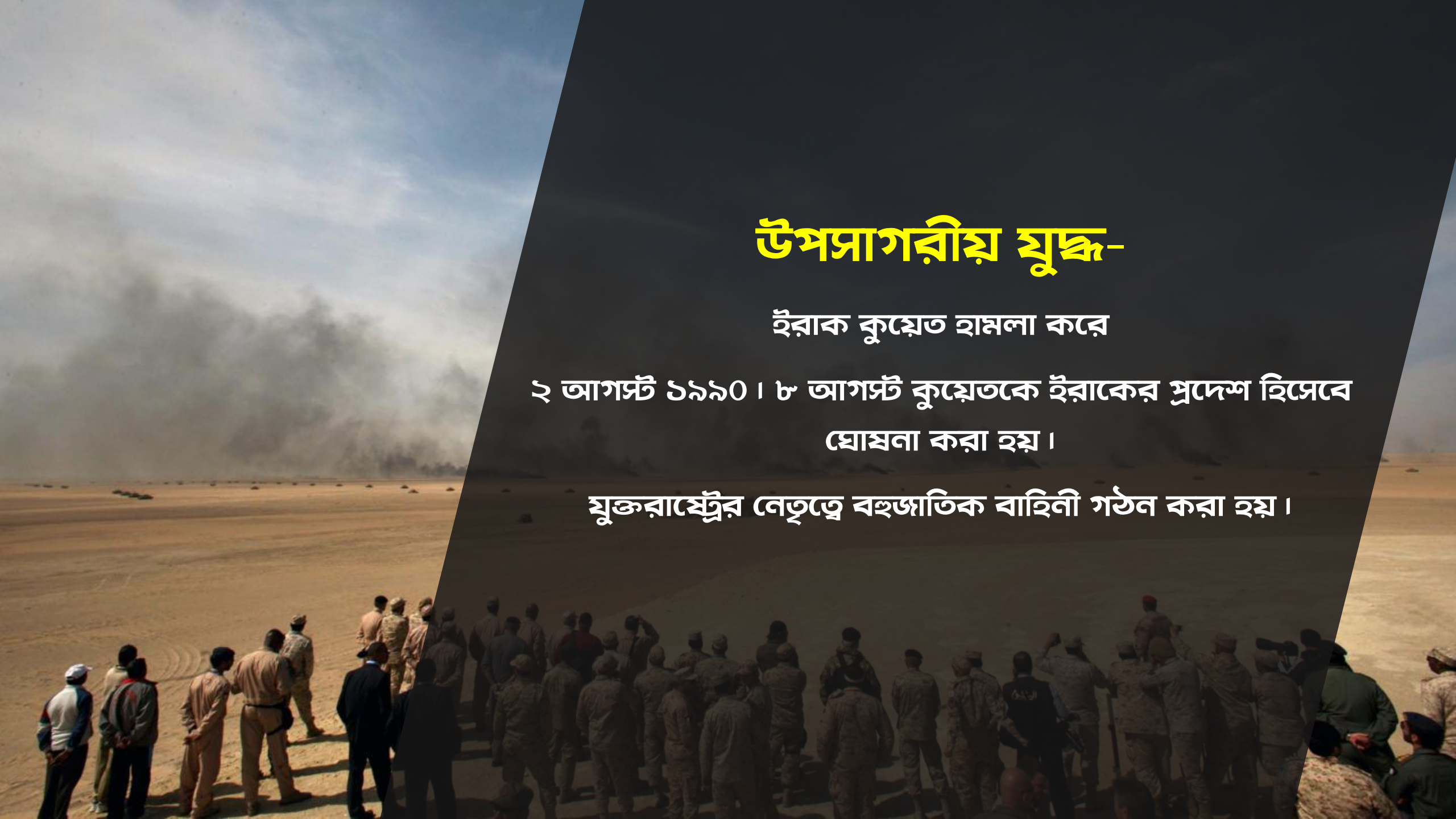

উপসাগরীয় যুদ্ধ-

ইরাক কুয়েত হামলা করে

২ আগস্ট ১৯৯০। ৮ আগস্ট কুয়েতকে ইরাকের প্রদেশ হিসেবে ঘোষনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করা হয়।

মার্কিন-আফগান যুদ্ধ

সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে মার্কিন সেনা আফগানিস্তানে অবস্থান করে দীর্ঘকাল।

২০২০ সালে সৈন্য প্রত্যাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র।

কতিপয় বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ও সীমানাঃ

অঞ্চল/সীমানা	বিরোধী পক্ষ	সম্পৃক্ত তথ্য
পানমুনজাম	উঃ কোরিয়া-দঃ কোরিয়া	দুই কোরিয়া এটি দাবি করে আসছে। বর্তমানে এটি নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসেবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আছে।
সিয়াচেন হিমবাহ	ভারত- পাকিস্তান	কাশ্মিরে অবস্থিত পাক-ভারতের রণাঙ্গন
সিনাই উপদ্বীপ	ইসরাইল-মিশর	১৯৫৬ সালে ইসরাইল দখল করে
কালাপানি	ভারত -নেপাল	১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে এটি নেপাল ও ভারতের অমিমাংসিত সীমানা
লাদাখ	ভারত- চীন	১৯৬২ সালে চীন ভারতকে আক্রমণ করলে এখানে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়
ইম্ফল	ভারত- মিয়ানমার	ভারতের মনিপুর রাজ্যের রাজধানী

কতিপয় বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ও সীমানাঃ

মংডু	বাংলাদেশ-মিয়ানমার	
জেরুজালেম	ফিলিস্তিন -ইসরাইল	ইসলাম-ইহুদি-খ্রিস্টান এ তিন ধর্মের পবিত্রভূমি হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোচ্চ বিরোধপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ইসরাইলে অধীনে আছে।
গোলান মালভূমি	সিরিয়া- ইসরাইল	১৯৬৭ সালে ইসরাইল এটি দখল করে নেয়
শাত-ইল-আরব	ইরাক-ইরান	টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইরাক ও ইরানের বিবাদপূর্ণ স্থান

কতিপয় বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ও সীমানাঃ

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ	বাংলাদেশ ভারত	হাড়িয়াভাঙা নদীর মোহনায় এ দ্বীপটি অমিমাংসিত ছিল। বর্তমানে এটি সাগরে তলিয়ে যায়। বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে অচিহ্নিত ২ কিলোমিটার সীমানা আছে যা বিলোনিয়া সেক্টরে মুহুরীর চরে অবস্থিত।
নাগার্নো কারাবাখ	আর্মেনীয় আজারবাইজান	আজারবাইজানে আর্মেনীয় খ্রিস্টান অধ্যুষিত ছিটমহল।(ল্যান্ডলকড)
শেনকাকু	চীন-জাপান	
কুরিল দ্বীপপুঞ্জ	জাপান-রাশিয়া	
গুয়ান্তানামো বে	যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা	
সাইপ্রাস	গ্রিস-তুরস্ক	

ধন্যবাদ